জীবন বৃত্তান্ত

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, (জি), এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন (পি নং-৮৪০)

১। কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, (জি), এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ০১ জুলাই ১৯৭০ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলায় একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নির্বাহী শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞানে ডিসটিংকশনসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি) হতে মিলিটারি স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ডিএসসিএন্ডএসসি মিরপুর, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ নাইজেরিয়ার একজন এলামনাই। দীর্ঘ ৩০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে কমডোর আরিফ এর বিভিন্ন কমান্ড, প্রশিক্ষক এবং স্টাফ অফিসার হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

২। তিনি একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা যিনি চাকরি জীবনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি ফ্রিগেট যথা বানৌজা ওমর ফারুক এবং বানৌজা সমুদ্র জয় এর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বানৌজা দুর্জয়ের কমিশনিং অধিনায়ক এবং বানৌজা ওমর ফারুক এর ডি-কমিশনিং অধিনায়ক ছিলেন। কমডোর আরিফ প্যাট্রোল ক্রাফ্ট বানৌজা ফরিদ, তিস্তা, মেঘনা, এলপিসি বানৌজা দুর্জয়, ওপিভি বানৌজা এস আর আমিন এবং নৌ ঘাঁটি বানৌজা হাজী মহসীনসহ আরো কয়েকটি জাহাজের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩। কমডোর আরিফ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ও বানৌজা ঈসাখানস্থ গানারী স্কুলের প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। স্টাফ অফিসার হিসেবে তিনি নৌবাহিনী সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরে ও নৌ সচিবলয়ে এবং বর্তমান পদবীতে ড্রাফটিং অথরিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি তিনি স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের

(এসএসএফ) সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমডোর আরিফ সুদানে এবং লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে চাকরি করেন যেখানে তিনি পদাধিকার বলে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল অথরিটি ফর কেমিক্যাল উইপন্ কনভেনশন' এর সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ মিরপুর সেনানিবাসে ডেপুটি কমান্ড্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪। শান্তিকালীন সময়ে বিভিন্ন অপারেশনাল কাজের স্বীকৃত স্বরুপ কমডোর আরিফ নৌ উৎকর্ষ পদক লাভ করেন। নাবিকদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং সংক্রান্ত বিভিন্ন যুগোপযোগি ও কার্যকরি পলিসি প্রণয়ন এর জন্য তিনি নৌ প্রধান কর্তৃক কমেন্ডেশন প্রাপ্ত হোন। এছাড়া এক্সারসাইজ 'বজ্র আঘাত ২০১৯' এ বিশেষ অবদানের জন্য কমডোর আরিফকে আঞ্চলিক নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লেটার অব এ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়। সুদানে শান্তিরক্ষী মিশনে বোট অফিসার হিসেবে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য ফোর্স কমান্ডার কর্তৃক তাকে প্রশংসা পত্র প্রদান করা হয়।

৫। নৌ বাহিনীতে রুটিন টহল দায়িত্বের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগর এবং ভূমধ্যসাগরে টহল প্রদান ছাড়াও তাঁর বিশ্বজুড়ে ১৬০০০ নটিক্যাল মাইলের বেশি সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কমডোর আরিফ বিভিন্ন প্রকারের বই পাঠ করতে এবং অবসর সময়ে গান শুনতে পছন্দ করেন। তিনি সোনিয়া হাসানের সাথে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছেন যিনি পেশায় একজন বিশেষ চাহিদা সম্মন্ন শিশুদের শিক্ষক এবং কাউন্সিলর। কমডোর আরিফ এর তিন পুত্রের মধ্যে বড় পুত্র বর্তমানে বিইউপিতে বিবিএ তে ২য় বর্ষে অধ্যয়ণরত, মেজো পুত্র বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেছে এবং ছোট পুত্র অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ণরত।